কুষ্টিয়ায় মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিতরণ করলেন সদর উপজেলা চেয়ারম্যান

কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারমা্যণ ও শহর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আতাউর রহমান আতার উদ্যোগে বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পথচারীদের মাঝে মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে শহরের মজমপুর গেট এলাকায় এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও শহর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আতাউর রহমান আতা।

এসময় তিনি বলেন, করোনাভাইরাস একটি বৈশ্বিক মহামারী। বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশ এই মহামারীতে আক্রান্ত। কুষ্টিয়া শহরতলীর পরিবারের সবার প্রতি সরকার নির্দেশিত স্বাস্থ্যবিধি ও বিধিনিষেধ মেনে চলার পাশাপাশি সার্বক্ষণিকভাবে মাস্ক পরিধান ও ঘনঘন হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহারের জোরালো আহ্বান জানান তিনি।

এ সময় জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আতিকুর রহমান অনিকসহ শহর আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের আয়োজনে মাস্ক ও লিফলেট বিতরন

মুজিবনগরে করোনা ভইরাস এর ২য় ঢেউ প্রতিরোধে মাস্ক বিতরন ও জনসচেতনতা মূলক লিফলেট বিতরন করেছে বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদ। বৃহস্প্রতিবার সকালে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগন্জ বাজার প্রাঙ্গনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।
মাস্ক বিতরন অনুষ্ঠান ও জনসচেতনতা কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন।

এ সময় ইউপি সদস্য সোহরাব হোসেন,দিলিপ মল্লিক,ফেরদৌস আলী মেন্তা,কাজী কোমর উদ্দীন সেলিম,শংকর বিশ্বাস,সংরক্ষিত মহিলা সদস্য নারগীস খাতুন, শাহিনুর খাতুনসহ ইউপি সদস্যগন,ইউনিয়ন পরিষদের সকল স্ট্রাফবৃন্দ ও গ্রামপুলিশ উপস্থিত ছিলেন।
মাস্ক বিতরন অনুষ্ঠানে জনসাধারনের উদ্দেশে আয়ূব হোসেন বলেন,করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১৮ দফা নির্দেশনাবলী বাস্তবায়নের লক্ষে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন দোদুলের পরামর্শক্রমে আমাদের এই কর্মসূচি। আমরা করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা পেতে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হব না।নিয়মিত মাস্ক পরিধান করবো।সামাজিক দুরুত্ব বজায় রাখবো।নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করবো।তাহলেই ইনশাআল্লাহ আমরা করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তি পেতে পারবো

আলমডাঙ্গা নাগদহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গণ গ্রন্থগারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

আলমডাঙ্গার নাগদহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গণগ্রন্থাগারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে।
গতকাল বুধবার সকাল ১১ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে ফলক উন্মোচন করে ও নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন। আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের বাস্তবায়নে নাগদহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গণগ্রন্থাগারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে।

উক্ত ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কালে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার, আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পুলক কুমার মন্ডল, আলমডাঙ্গা সহকারি কমিশনার ভূমি হুমায়ুন কবির, আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রকৌশলী এলজিইডিআব্দুর রশিদ, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক, আলমডাঙ্গা উপজেলা সার্ভেয়ার আবু সালেহ, নাগদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল কালাম, মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়ী পুলিশের আইসি এসআই আছের আলী, ইউনিয়ন সহকারী ভুমি কর্মকর্তা খাইরুল কবির, নাগদহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনান্দ

কুমার শীল, সহকারী প্রধান শিক্ষক আক্তার হোসেন প্রমূখ।

মেহেরপুরে নার্সের অবহেলায় নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনায় মানববন্ধন অবস্থান

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নাজমিন নাহার ও জান্নাতুল নাঈম নামের দুই নার্স এর অবহেলায় নবজাতকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ঘটনার বিচারের দাবিতে মানববন্ধন ও অবস্থান ধর্মঘট করেছে ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা।

গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের সামনে মানববন্ধন করেন তারা। এসময় বক্তব্য রাখেন ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্য রাসেল ও মারুফ। পরে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়কের রুমের সামনে বসে অবস্থান ধর্মঘট করেন তারা।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক সেখানে উপস্থিত হয়ে বলেন এ ঘটনায় পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্ত অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তবে ভুক্তভোগীর পরিবারের সদস্যরা বলেন আগামী ৭২ ঘন্টার ভিতরে যদি কোনো সুষ্ঠু বিচার না হয় তাহলে আমরা কঠোর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হব। এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন সৈকত, সৌরভ, তৌফিক, কৌশিক, হাসিব সহ আরো অনেকে।

উল্লেখ্য, গত সোমবার মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নার্সের অবহেলায় নবজাতকের মৃত্যুর অভিযোগ উঠে। নবজাতকটি অসুস্থ থাকায়, নবজাতক শিশু ও কিশোর বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ওবায়দুল ইসলাম পলাশকে দেখানো হলে তিনি মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করার পরামর্শ দেন।

পরে বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে হাসপাতালে ভর্তি করলে নবজাতকটি আরো

বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ে। এসময় ডিউটিরত নার্সদের কাছে গেলে বিষয়টি এড়িয়ে যান, এবং মোবাইল ব্যবহারে মগ্ন থাকেন। পরে রাত আনুমানিক আটটার দিকে নবজাতকের মৃত্যু হয়। এসময় নাজমিন নাহার ও জান্নাতুল নাঈম নামের দুজন নার্স ডিউটিরত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় ছাগলে ঘাস খাওয়ায় বৃদ্ধকে মারপিটের অভিযোগ

আলমডাঙ্গার এনায়েতপুর গ্রামে ছাগলে ঘাস খাওয়াকে কেন্দ্র করে বৃদ্ধকে মারপিট করা অভিযোগ উঠেছে। গত মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়নের এনায়েতপুর মাঠের মধ্যে এ ঘটনাটি ঘটে।

মারপিটের ঘটনায় বৃদ্ধ নবিছদ্দিন গুরুত্বর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়নের এনায়েতপুর গ্রামের সিদ্দিকের ছেলে সাহাবুল (৩৮) সে জলিপিলি মাঠে ঘাসের চাষ করে।

ওই মাঠে বৃদ্ধ নবিছদ্দিন ছাগল রাখতে যায়। তার ছাগল গুলো ঘাসের ক্ষেতে ঢুকে ঘাস খাওয়ায় বৃদ্ধ নবিছদ্দিনকে বিভিন্ন ভাষায় গালিগালাজ করে। এ সময় নবিছদ্দিন তার ছাগলে ঘাস খাওয়ায় সাহাবুলের নিকট ক্ষমাও চায়।

তারপরও সাহাবুল ক্ষিপ্ত হয়ে বাঁশ দিয়ে বৃদ্ধ নবিছদ্দিনকে বেধড়ক মারপিট করে। এতে সে গুরুত্বর আহত হয়। দ্রুত স্থানীয়রা উদ্ধার করে হারদি স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে ভর্তি করে। মারপিটের ঘটনায় বৃদ্ধার একটি পা ভেঙে যায়।

এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের তত্ত্বাবধানে ময়না খাতুন ফিরে পেলো তার সংসার

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার পেশাগত দায়িত্বের পাশাপাশি সকল ধরনের মানবিক কাজে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করছেন সকলকে। তারই ধারাবাহিকতায় তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলা বাসীর কাছে উঠেছেন মানবিক পুলিশ সুপার।

ময়না খাতুন (৩০), পিতা-মৃত আঃ রহিম, সাং-পলাশপাড়া, থানা ও জেলা- চুয়াডাঙ্গা এর সাথে মোঃ বিপুল হাসন বিপুল (৩৫), পিতা-মাহারম কানা, সাং-ডাকবাংলা, থানা ও জেলা-ঝিনাইদহ ইসলামী শরিয়া মোতাবক বিবাহ হয়। ১২ বছরের দাম্পত্য জীবন তাদের ০২টি সন্তান থাকা সত্বেও বিপুল হাসান ২য় বিবাহ করে। সন্তানের মুখর দিকে তাকিয়ে শতকষ্ট সহ্য করে ময়না খাতুন সংসার করছিলন। স্বামী ও তার পরিবারের অত্যাচার মুখ বুজ সহ্য করছিলেন ময়না খাতুন।

একপর্যায়ে ময়না খাতুনকে স্বামী ও তার পরিবারর লোকজন মারপিট করে সন্তানসহ বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়। অসহায় ময়না খাতুন তার ০২টি সন্তান নিয়ে তার পিতার বাড়ীত আশ্রয় নেয়। ময়না খাতুন কোথাও কোন সাহায্যর আশ্বাস না পেয় অবশেষ স্বামীর সংসার করার জন্য পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গার নিকট একটি লিখিত অভিযাগ দায়ের করেন।

পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা উক্ত অভিযাগটি তার কার্যালয় অবস্থিত “উইমেন সাপোর্ট সেন্টার” এর মাধ্যম উভয় পক্ষকে পুলিশ সুপারর কার্যালয় হাজির করেন। উইমন সাপোর্ট সেন্টারের মাধ্যমে পুলিশ সুপার, চুয়াডাঙ্গা মোঃ জাহিদুল ইসলাম এর প্রত্যক্ষ মধ্যস্থতায় মোঃ বিপুল হোসেন এবং মোছাঃ ময়না খাতুন দম্পত্তি পুনরায় সংসার করতে সম্মত হয়। ফলে উইমেন সাপোর্ট সেন্টারের কল্যাণে অসহায় ময়না ফিরে পেল তার সুখের সংসার।

দামুড়হুদায় অ্যান্টিজেন পদ্ধতিতে নমুনা পরীক্ষার কার্যক্রম উদ্বোধন

দামুড়হুদায় অ্যান্টিজেন পদ্ধতিতে নমুনা পরীক্ষার কার্যক্রম উদ্বোধন ও লকডাউন বাস্তবায়নে উপজেলা প্রশাসন । দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের হরিরামপুর শীবনগর গ্রামে কোভিড -১৯ র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকাল ১০ টার সময় শিবনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের আয়োজনে এ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) দিলারা রহমান সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলি মুনসুর বাবু।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল খালেক, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আবু হেনা মোহাম্মদ জামাল শুভ, ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদীপ্ত কমার সিংহ । স্বাগত বক্তব্য দেন কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান ভুট্টো, দামুড়হুদার উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় বিশেষ লকডাউনেবাস্তবায়নে উপজেলা প্রশাসন করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণে দেশে চলা লকডাউনের মধ্যে দামুড়হুদার উপজেলার ভারতীয় সীমান্তবর্তী দুই ইউনিয়নের কিছু এলাকা বিশেষভাবে লকডাউন করেছে উপজেলা প্রশাসন। স্থানীয় প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগ জানিয়েছে, ভারতীয় সীমান্তবর্তী হওয়ায় ভারতীয় ভ্যারিয়েন্টের করোনাভাইরাস এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে পারে।

এই আশঙ্কা থেকেই বুধবার কিছু এলাকা অবরুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।সেসব এলাকার রাস্তা বুধবার বেলা ১১টার দিকে বাঁশ ফেলে আটকে দেয়া হয়েছে। অবরুদ্ধ এলাকাগুলো হলো কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের কার্পাসডাঙ্গা- ঠাকুরপুর সড়ক, কার্পাসডাঙ্গা-কুতুবপুর সড়ক, কার্পাসডাঙ্গা মিশনপাড়া সড়ক, তালসারি মোড় এবং নাটুদহ ইউনিয়নের গোচিয়ারপাড়া মোড় ও ফকিরপাড়া মোড়।

দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আবু

হেনা মোহাম্মদ জামাল জানান, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের ভারত সীমান্তবর্তী হরিরামপুর ও শিবনগর গ্রামে করোনাক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে। করোনার উপসর্গ থাকলেও তা পরীক্ষা করায় অনীহা দেখাচ্ছেন অনেকে। তিনি বলেন, ‘গতকাল বুধবার সকাল থেকে ওইসব এলাকার লোকজনকে র্যাপিড অ্যান্টিজেন কিট দিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে। দুপুর পর্যন্ত ১১৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ২৪ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছেন। তাদের শরীরে করোনার ভারতীয় ভ্যারিয়েন্ট আছে কি না, তা পরীক্ষার জন্য নমুনা ঢাকায় আইইডিসিয়ারে পাঠানো হবে।’আবু হেনা আরও বলেন, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নে গত এক সপ্তাহে করোনায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে। সংক্রমণ বাড়লে পর্যায়ক্রমে আশপাশের অন্য গ্রামের মানুষেরও করোনা পরীক্ষা করা হবে বলে জানান তিনি।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) দিলারা রহমান জানান, জেলা প্রশাসকের নির্দেশে এই এলাকায় রয়েছে চুল প্রক্রিয়াজাতকরণের অনেকগুলো কারখানা। সেগুলো আগামী এক মাস বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দামুড়হুদা উপজেলা সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে, ব্যাপক হারে দেখা দিয়েছে করোনার উপসর্গ , এক সপ্তাহের ব্যবধানে চার জনের মৃত্যু হয়েছে, আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে সচেতন মহল, সাধারণত এসময় করোনার সংক্রমণ হার বেড়েই চলেছে, হাসপাতালগুলোয় ৬০ ভাগ বয়স্ক মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি থাকেন। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ ঠাকাতে এই নাগরিকদের সতর্কভাবে ঘরে থাকার পরামর্শ দেন তিনি। আগামীতে ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে করোনার । এ জন্য সবার মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এলাকায় নতুন করে যাতে আক্রান্ত না হয়, আমাদের সবাই কে সজাগ থাকবে হবে গেল সোমবার করোনার সংক্রমণরোধে জরুরি সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণ কমিটির সঙ্গে বসে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তারই অংশ হিসেবে কার্পাসডাঙ্গার ওই স্থানগুলো লকডাউন করা হয়েছে।ইউএনও বলেন, ওই এলাকাগুলো নিয়মিত তদারকি করা হবে। স্বাস্থ্যবিধি না মানলে ভ্রাম্যমাণ আদালতে করা হবে জরিমানাও।

আলমডাঙ্গায় বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম রহমানের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

আলমডাঙ্গার কালিদাসপুর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা সাবেক রেলওয়ে কর্মকর্তা গোলাম রহমান ইন্তেকাল করছেন। (ইন্না —– রাজিউন) তিনি ব্রেন স্টোক ও হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতারে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন।

বুধবার তাঁকে রাস্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন সম্পন্ন করা হয়েছে। জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর গ্রামের মরহুম অফিল বিশ্বাসের বড় ছেলে। গোলাম রহমান ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রেলওয়ের ষ্টেশন মাস্টার হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন।

২০০৮ সাথে তিনি আলমডাঙ্গা ষ্টেশনে মাস্টার হিসেবে চাকুরীরত অবস্থায় অবসর গ্রহণ করেন। তিনি বেশ কয়েক বছর ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ ছিলেন। গত সোমবার তিনি ব্রেন স্ট্রোক ও হৃদরোগ আক্রান্ত হলে প্রথমে স্থানীয় ক্লিনিকে ও পরে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে রাতেই রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত মঙ্গলবার দুপুরে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

বুধবার তাঁকে পুলিশের একটি চৌকসদল তাকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। পরে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার ভূমি হুমায়ন কবির, ওসি অপারেশন দেবব্রত রায়,সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার শফিউর রহমান জোয়ার্দ্দার সুলতান,সাবেক কমান্ডার আব্দুল কুদ্দুস,বীর মুক্তিযোদ্ধা মঈনদ্দীন, বীর মুক্তিযোদ্ধা নহর আলী,বীর মুক্তিযোদ্ধা আনছার আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা খবির উদ্দিন, এসআই গিয়াস,এসআই সুলতান, মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ডের রাজু আহম্মেদসহ স্থানীয় গন্যমান্য বর্গ।

গাংনীতে বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত ফ্রি এডুকেশন ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের গাংনীতে বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত ফ্রি এডুকেশন ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার গাংনীতে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এরিয়া অফিসে ফ্রি এডুকেশন ওয়ার্কশপ করানো হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত সকল জানা অজানা তথ্য বিশ্লেষণ নিয়ে ঘন্টা ব্যাপি ওয়ার্কশপ করানো হয়। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ পেতে হলে কি কি করণীয় কি কি বর্জনীয়। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ না হলে কি করণীয়। উজ্জল ভবিষ্যৎ ও ছাত্রজীবন সফলতার গল্পনিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয় মুখী করার অনুপ্রেরণা দেয়া হয়।

উক্ত ওয়ার্কশপে আলোচক হিসেবে ছিলেন, কুষ্টিয়া রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর (ভারপ্রাপ্ত) এস. এম. হাসিবুর রশিদ, রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক আব্দুল জজিল, রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক মোঃ রিপন আলী উক্ত ফ্রি এডুকেশন ওয়ার্কশপটি আয়োজন করেন, ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার গাংনী উপজেলা ইউনিট ও সহযোগিতা করেন রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়।

গাংনীতে বঙ্গবন্ধু শেখ

[redacted]

[redacted]